কাব্য-মুকুল

রচয়িতা—
শ্রীপ্রফুল্লকুমার মিত্র, বিদ্যাভূষণ,

প্রথম মুদ্রণ ১০০০ খণ্ড,
তারিখ শ্রীপঞ্চমী, বঙ্গাব্দ ১৩৪৩।

মূল্য আট আনা।

প্রকাশক—
শ্রীপ্রফুল্লকুমার মিত্র
পাগলাশ্যামনগর, খুলনা।

মুদ্রাকর—
শ্রীনরেন্দ্রকুমার নাগ রায়
মিল-প্রেস, নোয়াখালী।

উৎসর্গ পত্র

আমার

পরম-আরাধ্যা, দেবী-স্বরূপিণী,

দেব-দ্বিজে অশেষ-ভক্তি-পরায়ণা,

অকৃত্রিম স্নেহশীলা

জননী

স্বর্গীয়া বিমলাবালা দেবীর পবিত্র

শ্রীচরণযুগলোদ্দেশে—

আমার

'কাব্য-মুকুল'

অশ্রুপূত ভক্তি-অর্ঘ্য স্বরূপ

উৎসর্গ করিলাম।

অকৃতী সন্তান—

প্রফুল্ল

ভূমিকা

মাতৃভাষার পূজা করবো ব'লে কৈশোরেই হৃদয়ে এক দুর্দ্দাম আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিলো। কিন্তু সাথে সাথেই অগণন বাধা এসে দুর্ভেদ্য গিরির মত পথ রোধ ক'রে দাঁড়ালো ; আমি চম্‌কে স'রে এলুম !

নিয়তি-চক্র-বিবর্ত্তনের ফলে দুর্ভাগ্য-ঘর্ষণে পিষ্ট হ'য়ে জীবনের আশা, উদ্যম সব চূর্ণ হ'য়ে গেলো ;— স্তরে স্তরে সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে শতধা-বিদীর্ণ হৃদয় ব্যর্থতার একটা বিরাট্ কম্পনে মর্ম্মদাহী এক আগ্নেয়-গিরির সৃষ্টি করলো ;— তার তীব্র উত্তাপে মর্ম্মকুঞ্জ শুকিয়ে গেলো ; সমস্ত অন্তরটি ভরে এক দিগন্তব্যাপী বালুতপ্ত মরু ধূ ধূ করতে লাগলো ! আবার 'অন্নচিন্তা চমৎকারা—' আমাকে বাণীর মন্দির থেকে বহু দূরে টেনে নিয়ে গেলো ; পূজা করতে পেলুম না !

তারপর নিভৃত স্বপ্নে এবং নিরালা ভ্রমণে কতবার আশা এসে আমাকে ভারতীর অর্চ্চনায় অনুপ্রাণিত করেছে, কিন্তু বাস্তব আমাকে সে পথে যেতে দেয়নি !— মন মানেনা,— "আসুক্ বাধা বিঘ্ন শত—" শ্বেত-শতদলবাসিনীর অর্চ্চনা করতেই হবে,— সঙ্কল্প মনের কোণে জেগেই রইল ; অগত্যা মর্ম্ম-মরু তন্ন তন্ন ক'রে যে ক'টি কাঁটার ফুলের মুকুল পেয়েছি, তা' দিয়েই এ ক্ষুদ্র

"কাব্য-মুকুল" গেথে বঙ্গভাষাজননীর বিবিধ সুরভি প্রসূনে শোভিত চরণে প্রথম অঞ্জলি নিবেদন করতে চলেছি ;— একমাত্র ভরসা— "ভকতের আঁখিজল, দেবপদে শতদল"।

কয়েকজন ইংরেজ কবির কবিতার অনুবাদ ক'রে কয়েকটি কবিতা রচনা ক'রেছি, যথাস্থানে তা'দের নাম সন্নিবেশিত ক'রে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়াস পেয়েছি।

পরিশেষে বলি,— অন্নচিন্তা মহাকবি কালিদাসেরও ত্রুটি ঘটিয়েছিল, অন্নচিন্তাক্লিষ্ট নবীন লেখকের পদে পদে ভুলপ্রমাদ হওয়াই স্বাভাবিক ; এজন্য সুধীগণের মার্জ্জনা-ভিক্ষা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। ইতি—

শ্রীপঞ্চমী, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ।

পাগলা শ্যামনগর,
পোঃ আঃ ফকিরহাট
(খুলনা)

বিনীত—
শ্রীপ্রফুল্লকুমার মিত্র।

আধেয়-তালিকা



* চিহ্নিত কবিতাগুলি ইংরেজী কবিতার ভাব অথবা অনুবাদ অবলম্বনে রচিত।

কাব্য-মুকুল

আমার কাব্য

চিন্তাক্লিষ্ট দৈন্যজীর্ণ দুর্ভাগ্য-জীবন
কঠিন পাষাণীকৃত ব্যর্থতা-কম্পনে !
পেলবতা, তরুণিমা, কারুণ্য, পিরীতি
মহানিদ্রাগত সেথা দারিদ্র্য-পেষণে।

কতবার ভাবিয়াছি,—বিড়ম্বনা ভরা
এ জীবন কেন নাহি হয় অবসান ?
ভাবি পুনঃ,—সুখদুঃখ সবি দান তাঁর,
ডুবেছি ত শেষাবধি করিব সন্ধান।

লজ্জা, ঘৃণা, মান,—সবে দিয়া বিসর্জ্জন,
ব্যর্থতায় চিরসাথী করেছি বরণ ;
বিজাতি বিধর্ম্মী মাঝে কর্ম্মক্ষেত্র মম,
দাসত্ব জীবন-ব্রত,—অদৃষ্ট-লিখন !

প্রাণের নীরস তটে ব্যথাবালুভিতে
অবসাদ-কলঙ্কিত হীরা কতিপয়
পেয়েছিনু, সিক্ত করি নেত্রজলে তাহে,
গড়েছি এ কাব্যহার বাণীর পূজায়।

অশান্তি-ঝটিকা-ত্রস্ত ব্যর্থ জীবনের
ক্ষীণ আলোরেখা সম এ কাব্য-মুকুলে
রাখি চির কারাবদ্ধ বিদ্রোহীর মত—
ইচ্ছা ছিল মর্ম্মকারা-পাষাণের তলে ;—

বাহ্যদৃশ্য নেহারিয়া ভাবিতাম মনে,—
ভুঞ্জে সুখ অনেকেই সংসারের মাঝে ;
কিন্তু পশি' তাহাদের মর্ম্ম-অন্তঃপুরে
হেরিনু অনেক চিত্তে ব্যথাশেল বাজে !

আলোড়িত ঊর্ম্মিমালা ঝঞ্ঝা-আস্ফালনে,
ক্ষুব্ধ সিন্ধু,—মনে হয়, ঘটিবে প্রলয়—
আশা গাহে গান হাসি' তোয়নিধি তলে—
বিবর্ত্তিবে চক্রগতি নাহি কোন ভয় !—

তাই মম কাব্য-চর্চ্চা, কবিতা-রচনা,
হয় ত মিলিবে ভাগ্যে বিদ্রূপ লাঞ্ছনা !
শেষের প্রয়াসটুকু হ'লেও বিফল
নাহি ক্ষতি, সাধকের উদ্দেশ্য সাধনা।

আমার গান

ভালবাসি সেই বিবর্ণ কুসুমে—
যে কুহকময় চাঁদোয়ার তলে
অতীতে বিস্মৃত এক মধুর সৌরভ
দিয়েছিল বধূমাল্য বর্ণচ্ছটা গলে—
মিলন-আনন্দ মাখি',
প্রেমের আলেখ্য আঁকি',
নিমেষে বার্দ্ধক্যগত কুসুম সমান,
ক্ষণিক আনন্দ দিয়ে যাক্ মোর গান !

ভালবাসি সেই আবেগের শ্বাস—
যে বিলীন আজ অলেখা-মাধুরী,
অভ্যর্থি' লইতে যারে আপনার বুকে
তরল আকাশ উঠে সভয়ে শিহরি !
অগ্নির স্পন্দনে সব
মুক্ত করি মর্ম্মভাব,
নিমেষে বিলীন সেই নিঃশ্বাস সমান,
ক্ষণিক আনন্দ দিয়ে যাক্ মোর গান !

পরিম্লান হোক্ কুসুমের মত,
নিঃশ্বাসের সম হোক্ অবসান !
নিঃশ্বাস-সমাধি লাভে, ফুলের মরণে,
করোনা কো ভয় কিছু, হে আমার গান,
আনন্দে ভাসিয়া আজ
করিয়া আপন কাজ,
মঞ্জু প্রেম-অনুভূতি করহ পোষণ
সুষমাশ্রু হবে তব সমাধি-শোভন !

রবার্ট ব্রিজেস্

ভারত-সম্রাটের রজত-জয়ন্তী

আজি শুভদিনে ভারতবাসী সমবেত কণ্ঠে গাহিয়া গান,
দাওহে অঞ্জলি ভকতি অর্ঘ্য সম্রাজ্-দম্পতি লভুন মান !
সজল ঘট রাখিয়া দ্বারে,
মঙ্গল দীপ জ্বালিয়া ঘরে,
আনন্দে মাতো রে ব্রিটিশপ্রজা তেয়াগি' আজিকে সকল কাজ ;—
ব্রিটিশ-সিংহ পঞ্চম জর্জ্জের রজত-জয়ন্তী উৎসব আজ !

গির্জ্জা মন্দির মস্‌জিদে আজ প্রার্থনা করো ভক্তির সাথে,—
বিধাতার শ্রেষ্ঠ আশীষরাজি বর্ষিত হোক্ সম্রাট্-মাথে !
জগতে লভি' অশেষ খ্যাতি,
বাঁচিয়া র'ন রাজ-দম্পতি !—
'মিলন-পতাকা' উড়াও সবে তেয়াগি' আজিকে সকল কাজ,—
ব্রিটিশ-সিংহ পঞ্চম জর্জ্জের রজত-জয়ন্তী উৎসব আজ !

বিশাল বিরাট সাম্রাজ্য যাঁর পঞ্চমহাদেশ করিয়া স্পর্শ,
চুয়াল্লিশ কোটী প্রজার যার হৃদি ভরা আজ পুলক হর্ষ,
ধরম জাতি নাহিক গণি,
ন্যায়ের মূর্ত্তি বিচারে যিনি,—
গাহ প্রাণ ভ'রে তারি জয়গান তেয়াগি' আজিকে সকল কাজ ;
ব্রিটিশ-সিংহ পঞ্চম জর্জ্জের রজত-জয়ন্তী উৎসব আজ !

প্রজার কল্যাণ-সাধন-ব্রতী শান্তির মূর্ত্তি ভারতরাজ,
অমর করিলে রজত-জয়ন্তী দুঃস্থ কল্যাণ সাধনে আজ !
প্রজায় তব করেছ দান,
শিল্প বাণিজ্য স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ;
তাই আজি সব ব্রিটিশ-প্রজা গাহিছে তেয়াগি' সকল কাজ ;—
ব্রিটিশ-সিংহ পঞ্চম জর্জ্জের রজত-জয়ন্তী উৎসব আজ !

প্রবল-প্রতাপ ব্রিটিশ-সিংহ পঞ্চম জর্জ্জের গাহরে জয় ,—
সুশাসনে যার মুগ্ধ ভারত, জানে না অশান্তি অরির ভয় ;
সুমেরু হইতে কুমেরু অবধি,
ভরি জল, স্থল, গিরি, শূন্য, নদী
আনন্দে মাতো রে ব্রিটিশ-প্রজ' তেয়াগি' আজিকে সকল কাজ ;
ব্রিটিশ-সিংহ পঞ্চম জর্জ্জের রজত-জয়ন্তী উৎসব আজ !

ভারত-সম্রাটের মহাপ্রয়াণে

'রজত-জয়ন্তী'—আলোক-রেখা এখনো স্পষ্ট আকাশ-গায়
'রজত-জয়ন্তী'-গানের রেশে এখনো বহে মুখর বায়,—
নিরমল নভে একি বজ্রপাত,
একি নিদারুণ বার্ত্তা অকস্মাৎ—
ভারত-সম্রাট করুণামূর্ত্তি পঞ্চম জর্জ্জ নাহিক আর,
চুয়াল্লিশ কোটী প্রজা তাঁহার কাঁদে শোকাকুল তুলি' হাহাকার

মলিন-পতাকা অর্দ্ধ উত্তোলিত ঘরে ঘরে আজ শোকের গান,—
শোকচিহ্নযুত ব্রিটিশ-প্রজা স্বর্গত রাজায় দানিছে মান !
এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্তাবধি
বহিছে ধরায় শোকাশ্রুর নদী
রাজভক্ত সব ব্রিটিশ-প্রজা কাঁদে শোকাকুল তুলি' হাহাকার—
ভারত-সম্রাট্ করুণামূর্ত্তি পঞ্চম জর্জ্জ নাহিক আর !

প্রজার কল্যাণ-চিন্তায় সদা রেখেছিলে রাজা মাথায় ধরি ;
হেরিতে তা'দিগে সন্তান সম জাতির বিচার কভু না করি।
প্রজার চিন্তায় পঁচিশ বরষ
ছিল না স্বুপ্তি ছিল না হরষ,—
তাই বুঝি আজ চিরসুপ্তিকোলে বিলুপ্ত তোমার চিন্তার ভার,—
ব্রিটিশ প্রজা কাঁদে শোকাকুল পঞ্চম জর্জ্জ নাহিক আর !

দেশে দেশে আজ ভুলি' হিংসা দ্বেষ প্রার্থনা কর ব্রিটিশ-প্রজা,—
"আত্মা রাজার লভুক শান্তি, সুখী হউন স্বরগে রাজা !
স্মৃতি তাঁহার অমর হোক্,
সান্ত্বনা পা'ক্ প্রজা লোক,—
হেরিয়া নবীন রাজায় পূর্ণ করিতে মহতী বাসনা তাঁর,
ভারত-সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ এ মর জগতে নাহিক আর

নির্ব্বাসিত

আমি প্রভু সবাকার, যা কিছু নেহারি,
কেহ নাহি ক্ষুণ্ণ করে মোর অধিকার,
পশুপক্ষী সকলের আমি অধিপতি,
সাগরবেষ্টিত এই দ্বীপের মাঝার।

হে বিজন, কোথায় সে মাধুরী তোমার,
মুনিগণ হেরে যাহা তোমার আননে ?
এমন ভীষণ স্থানে রাজত্বের চেয়ে
বিপদের ভিতে বাস শ্রেয়ঃ শতগুণে !

হেথায় মানব কভু হেরিব না আর,
এ যাত্রা একেলা মম হবে সমাপিত,
সুমধুর কণ্ঠতান পশিবে না কাণে ;
আপনি আপন স্বরে কাঁপি চমকিত !

ভীতিহীন উদাসীন চাহি মোর পানে
বিহগ পশুর দল আনন্দে বিহরে ;
মানব তাদের পাশে একান্ত অচেনা,
তাদের প্রণয়ে মম পরাণ শিহরে !

সমাজ, বন্ধুত্ব, প্রেম,—মাধুরী মাখানো,
মানব-নিবাসে শ্রেষ্ঠ বিধাতার দানে ;
পারাবত-পক্ষ, হায়, থাকিলে আমার,
উড়ি' গিয়ে তা'সবায় স্বাদিতাম প্রাণে !

পারিতাম ভুলিবারে দুখরাশি মম
সত্য ধর্ম্ম কর্ম্মে সদা নিয়োজি' মানসে ;
করিতাম জ্ঞানলাভ বৃদ্ধের আলাপে,
মজিতাম যৌবনের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে !

সমীর, করেছ মোরে ক্রীড়নক তব
নিরজন দ্বীপে এই,—হে সখে আমার
সে দেশের প্রিয়বার্ত্তা নিয়ে এস বহি,
যে দেশ জীবনে আমি হেরিব না আর !

সুহৃদ্ অন্তরে কিগো ভাবনা বেদনা
মোর তরে করে কোন সদিচ্ছা পোষণ ?
বল সখে, আছে তারা প্রিয়বন্ধু মম,—
যদ্যপি জীবনে নাহি ঘটিবে মিলন !

কি দ্রুত কল্পনা-গতি মানব-হৃদয়ে !
রহেগো পশ্চাতে পড়ি তুলনায় তার—
মুহূর্ত্তে ধরণী-নাশী প্রবল ঝটিকা,
কিম্বা আলো, ক্ষণে যেই নাশে অন্ধকার !

জন্মভূমি-চিন্তা যবে মরমে উদিতা
মনে হয় রহিয়াছি আমি সেই দেশে,
ক্ষণেকে বাস্তব স্মৃতি জাগিয়া মরমে
কল্পনার সুখশান্তি সকলি বিনাশে !

বিহগ বিহগী সবে গিয়াছে কুলায়ে,
পশুকুল করিয়াছে বিশ্রাম-শয়ন—
এখানেও বিশ্রামের নির্দ্দিষ্ট সময়
যাই এবে গৃহ পানে করিব গমন ।

বিরাজে সকল দেশে বিধাতৃ-করুণা—
আশার আলোক দানি' চিন্তাকুল মনে,
পীড়িত হৃদয়ে স্নিগ্ধ শান্তির বর্ষণে
সান্ত্বনা দানিছে নরে নিয়তি-শাসনে।

উইলিয়াম কৌপার

দেশসেবক

কলঙ্ক-দুখের নাম রাখিয়া পশ্চাতে
তোমার সেবক গত পরপারে যবে,
তোমার উদ্দেশে বলি সে জীবনে তারা
মাখিবে ম্লানিমা-রাশি, কাঁদিবে কি তবে?

আকুল কাঁদিও, মাতঃ, অশ্রু-ধারা তব
ধুয়ে দেবে মা আমার কলঙ্কের রাশি।
স্বর্গ জানে চিরভক্ত আমায় তোমার,
যদ্যপি তাদের জ্ঞানে আমি মস্ত দোষী!

শৈশব-স্বপনে মোর তোমার বিকাশ,
আমার সকল চিন্তা তোমায় ঘিরিয়া।
শেষের প্রার্থনা মম পরমাত্মা-পাশে
তব নামে নাম মম রহুক মিলিয়া।

প্রেমিক সুহৃদ্, যারা হেরিবে তোমার
গৌরবের দিন, তারা কত ভাগ্যবান্!
স্বরগ-আশীষ তবু লভিবে সে জন,
তব তরে যে সেবক বিসর্জ্জিবে প্রাণ!

টমাস্ মুর

পুণ্যাত্মা ইসুফ

একদা সন্ধ্যার পর ইসুফের শিবির দুয়ারে
উপস্থিত অভ্যাগত এক,—
কহিল কাতর কণ্ঠে—“আসিয়াছি আশ্রয় মানসে,
ভীতত্রস্তে রক্ষা কর, সেখ;
শক্তিমান্ করে হোথা জ্বলিতেছে জ্বল্ জ্বল্ জ্বল্
তীক্ষ্ণ অস্ত্র আমার নিধনে!
ছুটিয়াছি প্রাণভয়ে লুকাইব মরুর মাঝারে
আজি নিশা যাপিব এখানে!”—

কহিল ইস্তুফ ধীরে,—"ইচ্ছামত নিয়ে অধিকার
যাপ রাত্রি নির্ভয়ে হেথায় ;
আমার যা' কিছু আছে সকলের খোদা যে মালিক,
সেই ধনী দীন তুনিয়ায় ;
আমার তাম্বুর শিরে আবরণ দিবস রজনী
সম ভাবে বিতরে করুণা ;
খোদার গরিমা-ভরা সদা মুক্ত বিশ্বের তুয়ারে
ফিরে যাও নাহি যায় শুনা।"—
ইস্তুফ করিল যত্নে নিশা ভরি অতিথির সেবা ;
রজনীর চতুর্থ প্রহরে—
ডাকিয়া কহিল পান্থে—"পলায়ন কর, হে পথিক,
এবে এই অস্পষ্ট আঁধারে।
দ্রুতগামী অশ্ব এক রহিয়াছে দ্বারে সুসজ্জিত,
এই লও স্বর্ণমুদ্রা কিছু,
যেথা ইচ্ছা চলি যাও"—অকস্মাৎ পথিক-বদন
চমকিয়া হ'য়ে গেল নীচু !—
কহিল পথিক ধীরে—"আমি ইব্রাহিম, যে করেছে
হত্যা তব প্রথম তনয়—
সাজেনা আমার কভু ব্যবহার এহেন মহান্
দাও মোরে শাস্তি যাহা হয়।"—

"লহ স্বর্ণ তিনগুণ"—নির্ব্বিকার ইস্থফ কহিল—
"চিরতরে ছোটো মরুপানে—
নিবে গেল পুত্রশোক মরমের অন্তঃস্থল হ'তে
শান্তি আজ আসিল পরাণে ;
সংসারের প্রতিকর্ম্মে ফুটে উঠে উজল অক্ষরে
সুমহান্ খোদার বিচার—
হে পুত্র, ঘুমাও সুখে, পিতা তব পুত্র-নিধনের
প্রতিশোধ নিয়েছে এবার।"—

চাণক্য পণ্ডিত

অতীতের কোন্ পুণ্য লগনে তক্ষশিলার বক্ষের পরে,
আবির্ভাব তব, হে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অত্যাচারীর মর্ষণ তরে !
বিরাট্ তোমার বুদ্ধির বল, ভীষণ তব প্রতিজ্ঞাবাক্য ;
রাজনীতিবিদ্ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, শুদ্ধ ব্রাহ্মণ, কূট চাণক্য !
মাতৃভক্তি তুমি দেখালে জগতে কোন্ সে তব শৈশবকালে,
গজদন্ত তব করিয়া ভগ্ন হাতুড়ী মারি দাঁতের মূলে !
যেদিন চরণ কুশাগ্র-ক্ষত, বিবাহ তব হইল বন্ধ—
কুশনাশে বীর, দেখালে তব, বচন কর্ম্মে অতীব দ্বন্দ !
মগধ সভাতে যেদিন নন্দ চৈতন্যশিখা করিল মুক্ত—
জ্বলি অপমানে প্রতিশোধ নিতে নামিলে কর্ম্মে কঠোর শক্ত !

চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী পণ্ডিত,—পার্থের রথে দৈবকী সুত—
অধর্ম্মমর্ষণে রক্ষিলে ধরা, করিলে ধর্ম্মে বিজয়-যুত !
‘অরাতির শেষ রাখিতে নাই’—বাক্যের তব রাখিলে মান.
শিখার বন্ধন করিলে চাণক্য বধিয়া শত্রু নন্দের প্রাণ !
পুণ্যশ্লোক তব ‘চাণক্য-শ্লোকে’ মনীষা তব প্রকাশ করে,—
সভক্তি হৃদয়ে পল্লীকবি আজি প্রণমে তব চরণ পরে !

জন্মপল্লী

কার তরে প্রাণ মোর এত আকুলিত বলিতে পার কি কেহ ?
স্মরণে কাহার চিত্র মুগ্ধ চিত্ত মম, কার চিন্তা আনে মোহ ?
নাহি কোন দৃশ্য পট সে পল্লী মাঝারে, তবু প্রাণ তারে চায়—
পার কি বলিতে কেহ দূর-দূরান্তরে কোথা মম চিত্ত ধায় ?
নাহি সেথা ধন, মান, জ্ঞান, উচ্চ আশা,—দরিদ্র বসতি ভরা—
পল্লীবাসি হৃদয়ের স্নেহ ভালবাসা—কবির আনন্দ-ঝরা !
সে পল্লীনিবাসী সবে সরল বিশ্বাসে ধর্ম্মাদেশ বহে শিরে,
নাহি শিক্ষা, নাহি গর্ব্ব, আছে উচ্চপ্রাণ—ন্যায় তরে দেয় যারে !
অলক্ষ্যে সমীর আসি স্বেদসিক্ত মম উত্তরীয় ধরি টানি’—
“পাগলা শ্যামনগর”—কহে মোর পাশে-“তোর প্রিয় পল্লীরাণী।”

বঙ্গভূমি

ভারতের ওগো শ্যামলা দুহিতা আমার জনমভূমি,
লহরে লহরে অতল অম্বুধি যেতেছে তোমার চরণ চুমি !
মণির আকর পাষাণ মুকুট বিরাজে জননী তোমার শিরে,—
পদ্মাকরতোয়া চিত্রা মধুমতী ঢালে ক্ষীর তব উরস পরে !
নগর-প্রসাদ পল্লীক্ষেত্র শোভা শ্রেষ্ঠ আভরণ তোমার অঙ্গে
প্রকৃতির সব মোহিনী সুষমা কায়ায় তোমার বিহরে রঙ্গে।
বিশাল বিরাট বিমানে তোমার অলকাবলাকা চাতুরী খেলা,
রবির কিরণে ভাসে প্রজাপতি, আঁধার নিশায় খদ্যোত-মেলা !
প্রসূন-সুগন্ধি কানন বীথিকা, সরসে নলিনী কমল রাশি ;
জলভরা তব মেঘ-অন্তরালে বিজলীর রূপে তোমার হাসি !
বিহগ-কাকলী ঝঙ্কারে তোমার উদ্যান বীথিকা বনবনানী ;
শারদসমীর সোহাগে দোলায় সবুজ তোমার অঞ্চলখানি !
কবি কাশীদাস কৃত্তিবাস কবে দেবভাষা-সিন্ধু মন্থন করি,
আনিয়া পবিত্র কাব্য-পারিজাত সাজা'ল তোমার সাহিত্য-পুরী !
তোমার গৌরাঙ্গ রামকৃষ্ণ হেথা ভক্তিপ্রেমে ডুবি আপনা ভুলি,
সাধনায় পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করি লভে ভগবানে বাধায় দলি !
বিবেক-আনন্দ ধরমের তব গৌরব-নিশান উড়ায় বিশ্বে,—
সম্পদ
তোমার বিজয় সিংহল দেশে ঘোষিল তোমার সাহস-শক্তি ;
হে বঙ্গ জননি, লহ এ কবির মরম-আগত প্রণাম ভক্তি !

আকাঙ্ক্ষা

চাহিনা মঞ্জুল আস্য, সুষমায় যার
হীনপ্রভ পূর্ণিমার হিমদ্যুতি-হাসি ;
চাহিনা তুষার-শুভ্র পাণির পীড়ন,
না চাহি রূপসী-শিরে ঘনালক রাশি !
চাহিনা বিশাল বক্র কুরঙ্গ-কটাক্ষ,
ফুটন্ত গোলাপ সম অধর-যুগল,
পুষ্পধনু-রঙ্গবেদী—সমুন্নত বক্ষ,
যেথা হ'তে পুষ্পশর ছোটে অবিরল !
চাহিনাকো অরবিন্দ-রক্তাভ কপোল
যার দৃশ্য করে তপ্ত হৃদয়-শোণিত ;
চাহিনা নিঃশ্বাসে মধু-মলয়-অনিল,
না চাহি অপ্সরা নৃত্য, অশ্বমুখী-গীত !
মিথ্যা প্রলোভন সবে—অধর-সুষমা
অয়স্কান্ত দ্বীপ যেন তোয়নিধি তলে—
আকর্ষণে এর কত উদ্যমী পুরুষ
আপতিত চিরতরে ধ্বংসের কবলে !
সুকণ্ঠে নিঃসৃত কভু বিদ্রূপের ধারা,—
অঙ্গভঙ্গি, মুখপ্রভা আনে অহঙ্কার—
জলদেবী-ঘনালক-মুগ্ধ মানবের
প্রবল তরঙ্গাঘাতে মৃত্যু অনিবার !

কটাক্ষে কখনো ক্ষরে কুস্মৃতি-কলুষ,
নিঃশ্বাস বিষাক্ত কভু প্রবঞ্চনা-বিষে ;
কত শত শুভ্রপাণি আলিঙ্গন- ছায়ে
বসিয়েছে গুপ্ত-অস্ত্র প্রণয়ি-উরসে !
সমর-পতাকা সম রক্তিম কপোল
যৌবনে মাতায় তপ্ত শোণিত খেলায় ;
হেলেন উন্নত বক্ষে দীপ্ত হুতাশনে
আত্মাহুতি দিয়েছিল গ্রীস আর ট্রয় !
এ সব বাহ্যিক শোভা নহে আকাঙ্ক্ষিত ;—
চাহি প্রিয়া—বিশ্বাসিনী, অন্তর-শোভনা—
চিরস্থির রবে যার প্রেম-আকর্ষণ,
বিভ্রমেও সে প্রেমের লুপ্ত নহে কণা !
প্রিয়া আকাঙ্ক্ষিতা হেন, মরম যাহার
সাদরে লইবে বরি মোর ব্যথা রাশি—
শ্রান্ত মধুমক্ষি শুধু শান্তি পায় মনে
গুঞ্জনে মরম-ব্যথা প্রসূনে প্রকাশি !
পার্থিব মিলন কাম্য এমনি অটুট—
যে মিলন অশিথিল জীবনে, মরণে ;
আত্মা যবে পরপারে ছুটিবে আমার,
ধায় যেন প্রিয়া-আত্মা প্রেম-আকর্ষণে !

জর্জ্জ ডার্লে

মুক্তি ও বন্ধন

অনুরাগ-আকর্ষণে মুক্ত দুটী হিয়া
আকুল আগ্রহে যবে মাগিছে বন্ধন
প্রণয়-উষায় সেই দীর্ঘশ্বাস-মাখা
কত শান্তিসুধাময় আবেগ-চুম্বন !
তথাপি ভাবিতে হবে—বিবাহ-বন্ধন
কখনো আশীষ আনে কভু অভিশাপ !
মানস চঞ্চল কভু হেরি নব হাসি,
ব'বে অশ্রু নবমোহে আনি অনুতাপ !
অদৃষ্ট-কল্পনা সম প্রণয়ের মোহ
ক্ষণেকে হৃদয়ে জাগে, ক্ষণে অন্তর্হিত ;
কঠোর আঘাতে প্রেম সরি যায় দূরে
হাসির আলোক তার চির-নির্ব্বাপিত !
উদ্দাম উচ্ছ্বাস স্থির সাগর-বন্ধনে,
অচঞ্চল বল্লীপুঞ্জ তরুর মিলনে,
সুচির কমল দলে মোহন সুবাস,—
তেমতি প্রণয় স্থির বিবাহ-বন্ধনে !
মোহ-হুতাশন নিতি মেলিয়া শিখায়,
সুষমা-ইন্ধন লোভে ছোটে ক্ষিপ্ত প্রায় !
যখনি পিঞ্জরাবদ্ধ, বিহঙ্গ অচল,—
মুক্ত যবে, উচ্ছৃঙ্খল দিকে দিকে ধায় !

মধুপ গুঞ্জন ভুলে অসম্ভব যথা,
মুক্ত মোহে বশে রাখা অসম্ভব অতি ;
বিবাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখ কামনায়,
ভুলেও কখন তায় দিওনা মুকতি !

টমাস ক্যাম্পবেল

আষাঢ়ে

কে আজি গাহিল গান ক্ষীণা তটিনীর কূলে,
বাজিয়ে মোহন বাঁশী নিষ্পাত্র তরুর মূলে ?
বহুকাল পরে সেই চেনা গান,
পরাণ মাতানো বাঁশরীর তান—
বিরহ-দগ্ধ হৃদয়মরু শান্তিশীতল প্রেমের জলে
নিদাঘের খরা আজি অবসান
বরষার ধারা সিনায় পরাণ
পাদপ আজ প্রসূন-ভরা, নদীভরা কূলে কূলে

পার্থক্য

বিধাতার সৃষ্টিরক্ষা করিতে জগতে
পুরুষ প্রকৃতি দুটী জাতির উদ্ভব—
ধর্ম্ম, দেশ, ভাষা আর আচার পার্থক্যে
বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি করেছে মানব।
রক্ষার্থে সৃজিত জা'তে আকর্ষণ কত !
পার্থক্যে রচিত জা'তে হিংসা অবিরত !

নারীর ব্যথায়

নারী-নিপীড়ন-প্রতীকারে আজ যুবকসঙ্ঘ বাজাও ভেরী,
বাঙ্গালী-যুবক, এস চলি ছুটি, এ মহা-আহ্বানে করোনা দেরী !
আসুক বাধা বিঘ্ন শত,
ছুটি এস দ্রুত উল্কা মত,
অবাধ-গতিতে দলিয়া বাধা নামো এ পবিত্র করম-ক্ষেত্রে—
শিহরি উঠুক পাষণ্ড-প্রাণ, চমক লাগুক লম্পট-নেত্রে !

গম্ভীরগুরু নিনাদি জলদ কি কহে বাঙ্গালী, শোন একবার—
'স্নিগ্ধ বারিধারা চাহিলে কখনো হয়বা সহিতে কুলিশ-ভার' !
আসুক বজ্র, ধরিও বক্ষে,—
চমুক্ ক্ষণিকা, সহিও চক্ষে—
বঙ্গনারী আজ চাহিয়া সতৃষ্ণ ভয়ব্যথা আশা চাপিয়া মর্ম্মে—
বঙ্গের সম্পদ্ বঙ্গনারী-মান অপেক্ষিছে আজ বাঙ্গালী-কর্ম্মে !

জেলা মহাকুমা থানা পল্লী ব্যাপি' তীব্র অন্দোলন করিয়া এবে
প্রবোধিত কর বঙ্গবাসিগণে মাতৃজাতি মান রাখিতে ভবে !
কবির কাব্য, বক্তার কথা,
সম্পাদকের পত্রের পাতা,
পূর্ণ করি দাও নারীর ব্যথায় জাগাও প্রেরণা বাঙ্গালী প্রাণে ;
লম্পট-বিচারে দণ্ডের বিধান কঠোরতম হোক্ আইনে !

অগ্রগতি যাত্রী বাঙ্গালী-যুবক রয়োনা নিদ্রিত এ মহা-ডাকে,
লম্পট-শাসনে পাষণ্ড-দলনে রক্ষ আজি তব বাঙ্গালা-মাকে !
নীরব ধ্যানের এ নহে সময়,
নারীর মর্য্যাদা আজ গত প্রায়,—
লম্পট-মেধ নবযজ্ঞে আজি বাঙ্গালী যুবক হওরে হোতা,—
ব্যাভিচারের দলনে বঙ্গে ঘুচাও বঙ্গ-নারীর ব্যথা !

বঙ্গনারী আজি

বঙ্গনারী আজি দস্যু-কবলিতা
দলিতা, লাঞ্ছিতা ঘোর অত্যাচারে—
জাগরে, জাগরে বাঙ্গালার যুবা,
হের আজি বঙ্গ, যায় ছারেখারে !
নারীর পরাণ শিহরে আতঙ্কে,
সারা বাঙ্গালায় শোন হাহাকার —
লম্পট-প্রভাবে বঙ্গ-রমণীর
মর্য্যাদা বজায় রাখা আজ ভার !
বৃদ্ধের সামর্থ্য, তেজবল লুপ্ত,
কিশোর বালক দায়িত্ব-বিহীন ;
বঙ্গ-রমণীর সম্মান রাখিতে
হও আগুয়ান যুবক নবীন !
'স্বদেশ, স্বরাষ্ট্র, স্বাধীন ভারত'—
মুখেতে তোমার বড় বড় কথা !—
মায়ের ইজ্জত পারনা রাখিতে
প্রাণে আজ তাই বাজে বড় ব্যথা !
এ নহে একার—সমগ্র জাতির
উত্থান পতন জীবন মরণ—
নারীর কল্যাণে দেশের মঙ্গল,
সমাজ-গৌরব, জাতির জীবন !

সীতার হরণে রক্ষঃ বিনাশিতে
বনের বানর নেমেছিল রণে ;
কৃষ্ণা-অপমানে মেতেছিল ভীম
কুরু-রাজ ভ্রাতৃ-বক্ষোরক্ত পানে।
পদ্মিনী-লাঞ্ছনে ধ্বংস চিতোর,
শচী-অপমানে কবচ-নিধন ;
স্বর্গবধূগণে করিয়া বন্দিনী,
প্রবলপ্রতাপ তারক-পতন !
ভীমবেশে আজ চলে এস ছুটি
শাসন করিয়া বঙ্গের কীচক,
মাতৃজাতি ভয় করি দাও দূর,
প্রগতি পথিক বাঙ্গালী যুবক !
বাঙ্গালা-মায়ের ভরসা যে তুমি,
কায়মনোবাক্যে কর আজ পণ—
বঙ্গনারীমান রাখিতে বজায়
হ'লে প্রয়োজন দানিবে জীবন !

মানব-জীবন

শয়নে স্বপন ভরি,
মানব-জীবনে হেরি
সুখ-স্ফূর্ত্তি বিলাস-বিভোর।
জাগিলে নয়নে রাজে,—
মানব জীবন মাঝে
শুধু কর্ম্ম কর্ত্তব্য, কঠোর।

বুলবুল

নহে রম্য অদ্রি-কূটে নীড়খানি মোর ;
নাহি মোর সুশ্যামল উপত্যকা-স্থান—
বহি' যার কল্লোলিনী অনাবিল স্রোতে
শিখিয়েছে মোরে মম প্রাণস্পর্শী গান।
প্রসূনে মঞ্জুল সদা নহে মম নীড় ;
আমার আবাস ঘিরি' নিবিড় কানন ;
শোন সবে, তবু কেন শুনি মোর গীতি
ভাবনা উন্মত্ত ছোটে ভাবুকের মন :—

আহত দুর্দ্দাম আশা যখন নিবায়
কল্পনা প্রদীপ-শিখা মর্ম্ম-অন্তঃপুরে—
প্রাণের বেদনা সব ভাষা-দীর্ঘশ্বাসে
অপ্রকাশ্য হয়ে ওঠে—ব্যক্ত মোর সুরে !
আঁধার নিশীথে খুলি' হৃদয়-কপাট
মুক্ত করি' অন্তর্দাহী গভীর বেদন,
উল্লাসে আপন-ভোলা মানবের কাণে,
সহানুভূতির আশে করি নিবেদন !
ঊষা-আগমনে বন্ধ করিয়া সঙ্গীত
চ'লে যাই জনহীন গভীর কান্তার—
স্বপন আকাশে ভ্রমি কল্পনা-পুষ্পকে,
গাঁথি নব ব্যথা-গাথা সুরেতে আমার !

আলো ও কালো

গভীর কালো অলক-রাশি
বাড়ায় মঞ্জু আনন-হাসি ;
আঁধার নিশা, ঊষার অরুণ
তাই ত মোহে কবির প্রাণ !

কাঠিন্য-অস্তিত্বে দিব্য পেলবতা,
ব্যর্থতা-কারণে হৃদ্য সফলতা,
কন্টক গোলাপে মাধুরী বাড়ায়,
পাপের তুলনে ধর্ম্মমহান্ !

বিরহ-ব্যথায় দহে হিয়া যবে,
মিলন মাধুরী পূর্ণ লব্ধ তবে,
দীন, ভিখারী দেয়ত ধনীর,
ধনের গর্ব্ব উচ্চস্থান !

অজ্ঞান-আঁধারে জ্ঞান আলোকিত
নাস্তিকের হেতু আস্তিক পূজিত,
পাষাণে শীতল বারিস্রোত জাত,
দুর্ব্বল-পেষণে সবল-মান !

দুঃখে দহিলে দিবা বিভাবরী,
পূর্ণ অনুভূত সুখের মাধুরী
কালোয় আলোয় অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ,
সব শিবময় বিধাতৃ-দান !

নিমেষ-সাথী

নিমেষের তরে হিয়াখানি মম
প্রেমের আবেশে বিভোর করি',
ক্ষণিক-পুলক প্রদানের ছলে,
কেন মোর শান্তি নিলে গো হরি' ?
প্রতীক্ষায় তব জাগিয়া উতলা,
কত নিশি মম কেটেছে একেলা,
বুঝি বা নিবিবে জীবন-প্রদীপ
নিরালা এমনি তোমার আশে !
প্রাণের মালঞ্চে শেফালিকা যথা,
হেসেছিলে প্রিয়, বুঝেছিলে ব্যথা,
যামিনী না যেতে পড়িলে ঝরিয়া,
অতীতের স্রোতে চলিলে ভেসে !
অতীতে বিগত নিমেষের সাথী,
স্মৃতির আগুনে মোরে না দহি,
অজানার দেশে চ'লে যাও ভাসি,
বিস্মৃতির স্রোতে তরণী বাহি !

মধুমাসে

আগত বসন্ত মিলনের দূত ঘোষিল মধুর ভাষে—
রতি-পুষ্পধনু মোহিল জগতী সরস মধুর মাসে ;
ফাগুনের ফুল্ল ফুলবনে ফিরে সমীর পাগল-পারা ;
চুমিয়া মঞ্জরী মধুপ বিভোল গুঞ্জরে আপন-হারা ;
কূজিছে কোয়েল, দোয়েল, পাপিয়া পঞ্চমে গাহিয়া গান,
মিলন-পিয়াস জাগায় মরমে দহিয়া একেলা প্রাণ !
এল ঋতুপতি সাথে নিয়ে তার জ্যোৎস্না-অমল হাসি,
সুষমা, পিরীতি, মিলনের গীতি এনেছে গো রাশি রাশি !
অয়ি প্রিয়তমে, হৃদয়ের রাণি, বিহনে তোমার আজি,
বিফল এ সব রূপ-হাসি-ভরা বসন্ত-মিলন-সাজী।

শৈশব-স্মৃতি

সুখের শৈশব মম গত আজি কতদিন !
প্রকৃতির হাসি গানে চমক আনিত প্রাণে,-
সরল হৃদয় ছিল কৌটিল্য-জাটিল্য-হীন !

জটিল সংসার-চিন্তা বানায় নি মোরে দাস—
হিংসা দ্বেষ স্বার্থ শূন্য ছিল মম হৃদি পুণ্য-
বেঁধেছিনু তাই সবে দিয়ে স্নেহ-প্রীতি-পাশ !

হেরিলে কুসুম ফোটা চমক লাগিত প্রাণে—
চাহিনি সুবাস তার কিম্বা রূপ মনোহর,—
তথাপি আপন-হারা ছুটিতাম তারি পানে !

তটিনী বুকের পরে আনন্দে সাথীর সঙ্গে
সাঁতার কাটিয়া সুখে অথবা তরণীবুকে,
লভিতাম কি আনন্দ 'ভৈরবে' বিহরি রঙ্গে !

ফুটন্ত গোলাপ সম ক্ষণায়ু শৈশব-ফুল
ডালি দিয়ে বাসরাশি ক্ষণেক মধুর হাসি
অতীতে বিলীন আজি,—স্মৃতি করে শোকাকুল !

বাঁশরী

আমার প্রাণের মোহন কুঞ্জে তোমার বাঁশরী বাজে ;
আমার হৃদয়-মন্দিরে প্রিয়, মূরতি তোমার রাজে ;
অজানা চমকে চমকি হিয়া উঠে সে বাঁশরী-রবে—
আনমনা মন ধায় তার পানে ত্যাজি গৃহ-কর্ম্ম সবে।
জানিনাকো বাঁশী কিবা যাদু জানে ; যখনি শ্রবণে পশে,
থাকিতে চাহেনা এ পোড়া পরাণ আর ছার গৃহবাসে !
বাজ্‌রে বাঁশরী বাজ বার বার শ্রবায় শীতল করি,—
ব'য়ে যাক্ মোর হৃদয়-নদীতে শ্যামের প্রেমের তরী !

মরণ-সুখ

সংসার বুদ্বুদ মাত্র ;
মানব জীবন—অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ তার
মাতৃগর্ভে জন্ম হ'তে
মরণ অবধি, তাহে শুধু ক্লেশ অনিবার।
আশৈশব কষ্টভোগী,
মরণ-দুয়ারে উপনীত দুখভীতি সনে।
পরলোক সুখময়
মরণের শেষে—এ বিশ্বাস করিব কেমনে ?

জীবন-সাথী

উদ্দাম অশান্ত যৌবন-গতি
বৈদ্যুতিক কোন্ মোহন স্পর্শে—
প্রশান্তস্থির অচঞ্চল আজ
দুঃখ দৈন্য গৌরব হর্ষে !
অচেনা জীবন আসি,
অজানা জীবনে মিশি,
এসেছিল দিতে মোরে সবখানি তার—
অলক্ষ্যে কাড়িয়া নিল যা কিছু আমার !

চিত্ত কুঞ্জে মধু আজি
সাথে গান শোভা রাজী—
উদ্বেলিত প্রীতি-সিন্ধু লহরে লহরে,—
প্রীতিহাসি দানে মিলনের গানে,
বিভোল আবেশে রহিয়া মাতি,
দানিল আমার ব্যর্থ জীবনে,
ভাবের স্পন্দন জীবন সাথী !

বসন্তে

প্রকৃতির শোভা মোহন তরুণ এসেছে অতিথি বসন্ত-রাজ—
সোহাগ-চুম্বনে, প্রেম-আলিঙ্গনে মাতিয়া সবায় মাতালো আজ !
যূঁই চামেলীর সুবাস-বিভোর বইছে মলয় দখিন বায়,—
কিসলয়ে মিশি রসাল মুকুল শয়ন-রচনা করিছে হায় !
আপনা ভুলিয়া দোয়েল পাপিয়া প্রলয়ের গানে উদাস সুরে,
বরে সে অতিথি, প্রকৃতি-রাণীর ব্যাকুল গোপন হৃদয়-পুরে !
রূপের ঝলকে প্রসূন-বীথিকা প্রীতির পুলক প্রকাশ করে,
গন্ধ-মদিরা পানে আত্মহারা ফুলে ফুলে অই ভ্রমর ফিরে ।

সবুজ নিশান উড়িয়ে বনানী ঘোষিছে হরষে প্রেমের জয় ;
প্রেমিক-প্রেমিকা-মিলন-বিভোর বহিছে পুলকে প্রেমের বায় !—
বিহনে তোমার শূন্য হিয়া মোর, ব্যর্থ বসন্ত, জ্যোৎস্না-রাতি,—
কোথায় তুমি, কোথায় আমি, ওগো আমার জীবন-সাথী !

সেদিন

সেদিন প্রথম প্রিয়া আবেগ-সরমে
খুলি তার প্রাণের দুয়ার—
মানস-মন্দিরে পুণ্য প্রেমের আসনে
দিল মোরে পূর্ণ অধিকার ;
সেদিন প্রিয়ার সেই বিজলী-পরশে
যৌবনের অশান্ত হৃদয়
মাতিল প্রশান্ত, স্নিগ্ধ, মঙ্গল হরষে—
প্রাণে যেন বসন্ত-উদয় !
অচেনা, তথাপি যেন কত পরিচয়
দরশন-আগ্রহ-ব্যাকুল,
সেদিনের সে চাহনি কিযে প্রেমময়,
আজো করে পুলকে আকুল ;—

সেদিনের সে আনন্দ, সোহাগ-সম্ভার
প্রেম-গীতি, আবেগ-হরষ
অস্তমিত,—শুধু আছে স্মৃতি-সুধা তার—
শুষ্কপ্রাণে যা কিছু সরস !
সে মঙ্গল দিবসের সুখ-স্মৃতিটুক্
আজো প্রাণে প্রভাত অরুণ ;
সুখ-দুঃখ-প্রতিঘাতে জীর্ণ মম বুক,
তবু তাহা তেমনি তরুণ ।

করতোয়া-দর্শনে

অয়ি করতোয়ে, পুণ্যসলিলা আপন-ভোলা চলেছ ছুটি,
প্রেম-প্লাবিত যৌবনে তব পুলিনবক্ষে পড়িছ লুটি !
শারদ পূর্ণিমা উজল রাতি
অমল ধবল অলকা-ভাতি
তারকা-মালা মোহন শোভে নির্ম্মল তব উরস পরে,
উন্মাদ পিয়ে অধর-সুধা মুগ্ধ সুধাংশু প্রণয় ঘোরে !—
তোমার শোভা তোমার হাসি,
ভরি প্রিয়ার স্মৃতির রাশি—

কেটেছে তার দ্বাদশবর্ষ তোমায় হেরি নয়ন ভরি—
বক্ষে তোমার আজিও তার স্মৃতির স্রোত রেখেছ ধরি !
হোথায় নিম্ব কদম-তলে,
কতনা সন্ধ্যা গেছে গো চ'লে
ফুলের দলে খেলার ছলে অর্ঘ্য দানিত তোমার জলে ;
অঞ্চল কণা কম্পিত হ'তো সিক্ত-সমীর-পুলক-দোলে !—
আজকে প্রিয়া অনেক দূরে
কুটীর মম উজল ক'রে—
আমি হেথায় তোমার পাশে চেয়ে তোমার স্রোতের পানে,
প্রিয়ার আমার স্মৃতির গাঁথা প্রাণের মাঝে আন্‌ছি টেনে !

নবযাত্রা

ব্যথা বিফলতা ভরা জীবন-যাত্রায়
ভ্রান্তিশ্রান্ত আর শুধু হতাশা-পীড়িত,—
আর কেন, এবে সব শেষ হ'য়ে যাক্,
ক্ষীণ আশা আলোটুকু হোক্ নির্ব্বাপিত !
কিবা লাভ নিরর্থক নিষ্ফল জীবনে
অস্তিত্ব প্রকট করি' শুধু দীর্ঘশ্বাসে ?

ভেঙ্গে চুরে জীর্ণ শীর্ণ দেহ-কারাগার
উড়ি যাক্ আত্মা আজ মুক্তির উদ্দেশে !
এ পথ কণ্টকাকীর্ণ লভিয়াছি জ্ঞান ;
অজানা যেমন হোক্ নাহি লোকসান।

কবি-স্মৃতি

নমি আমি আদি-কবি বাল্মীকি-চরণে
বীণাপাণি-শুভাশিষ বর্ষি যার শিরে
অন্ধ-তমসার যুগে গিরি তপোবনে
ডুবাইল কাব্যরসে দস্যু-রত্নাকরে,—
দয়াপ্লুত কণ্ঠে যার কবিতা ঝঙ্কার
উঠিল প্রথম বাজি—ছন্দ লয় মানে
ভাষায় করিল বন্দী—গৌরব তাহার
মুখরিত দিগ্দিগন্তে রামায়ণ গানে !
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ ব্যাস, ভারতী দয়ায়
বিরচিলে মহাকাব্য সে মহাভারত—
আজিও তুলনা তার মিলেনা ধরায়
মহতী ভারতী মুগ্ধ করেছে জগৎ।

বীণাপাণি বরপুত্র কবি কালিদাস
কাব্যনাথ, নাট্যকার, উপমা-সম্রাট্,
দেবভাষা সাজাইয়া বিবিধ রতনে
গড়িলে তোমার দীপ্ত আসন বিরাট্ !
প্রেমিক বিল্‌থন কবি, মাখা মর্ম্মপ্রীতি
'চৌরপঞ্চাশিকা' চিত্র জীবন্ত মোহিনী—
গুপ্তপ্রেম দায়ে বন্দী কবিরে যে গীতি
দিল মুক্তি উপহারি রাজার নন্দিনী !
শ্রীকণ্ঠ-উপাধিধারী কবি ভবভূতি,
ভট্টী, মাঘ, ভর্ত্তৃহরি, ভারবী, শঙ্কর,
মুরারি, মাধব, সবে আশীর্ব্বাদ-ভাতি
কৃপা করি দান কর অনুগামী-পর !

ন্দ্রধনুষ্

হৃদয় মম হর্ষ-দোদুল যখন নেহারি
আকাশ-গায়ে ইন্দ্রধনুষ্ নেত্রমোহকারী !
এমনিতর ভাবনা ছিল জীবন-উষায়,
আজ যৌবনে একই পথে চিন্তা বহি যায় ;

এমনি ভাব রহুক মম জরা-আক্রমণে !—
উলট হ'লে চিন্তার ধারা মৃত্যু যেন হানে !
প্রস্ফুট যথা শৈশব রীতি মানব-জীবনে,
রহুক বদ্ধ তেমনিতর একে অন্য সনে
এ জীবনের দিবসগুলি স্বভাবানুরাগে !—
এই আকাঙ্ক্ষা কেবল আজি মরমেতে জাগে !

বর্ষবিদায়

পুরাতন বর্ষে বিদায় দিতে আগত বসন্ত জগতী-তলে,
সবুজ অঞ্চলে প্রসূন ভরি চলে ধীরে ধীরে মলয়-দোলে ;
কুহরে কোকিল পাপিয়া পিক তুলিয়া মধুর মোহন-তান,
পুরাতন বর্ষ বিদায়ে আজ গাহিছে মঙ্গল বিদায় গান !
রসাল কুঞ্জের মঞ্জু'মুকুল গুঞ্জনে মধুপ মুখর করি,
মরম-বেদনা প্রকাশ করে পুরাতন বর্ষ বিদায় স্মরি !
সমাপ্ত বরণ, প্রীতি-ভাষণ—বিদায় বসন্ত, বিদায় বর্ষ—
রহিল কুসুম, পাপিয়া পিক্—বিদায় মাধুরী, বিদায় হর্ষ !
পুরাতন বর্ষ-বিচ্ছেদে আজ বিরহ-অনল জগতী-তলে,
মরমে মরমে প্রবেশ করি, তুষের আগুন জ্বালিয়া চলে !

অসহ্য ভীষণ বিচ্ছেদ-তাপ, বসুমতী-বুক গেলরে ফেটে ;
নীলিমা-হৃদয়ে বর্ষ-বিদায়ে কাল-বৈশাখীর ঝড় যে ওঠে ;
বিচ্ছেদ-অনল সহিতে নারি পাতাল-প্রবেশ তটিনী চায় ;
আঁধার বাদল উন্মাদ আজ নিনাদে বিষাণ—হউক লয় !

সত্যপ্রেম

যে প্রেম পিয়ারে গোলাপ-কপোল
অথবা বাখানে অধর-হাসি—
তারকা-উজল নয়নে যে খোঁজে
প্রণয়-বহ্নির ইন্ধন রাশি—
অবশ্য সে প্রেমানল লভিবে নির্ব্বাণ,
সময়ে এসব শোভা হ'লে অন্তর্ধান।
ধীর চিন্তাধারা প্রশান্ত কামনা
সরল অটল মানস-ভাতি,
সম-অনুরাগী হৃদয়ে মিশিয়া
জ্বালে চিরন্তন প্রেমের বাতি।
এসবে অভাব হ'লে, উজল নয়ন
অধর-কপোল-শোভা ঘৃণার কারণ।

টমাস ক্যারু

বিদায় বেলা

চাহিনি জানিতে ভাবিনি কখনো
করেছ আমায় এমনি মোহন,
মরমে গোপনে পরতে পরতে
তোমারি আলেখ্য রাজে !
বিদায় বেলায় ওগো মোর বঁধূ,
কি জানি কি যেন দহে প্রাণ ধূধূ ;
বিদায়-বিচ্ছেদ চিরতরে আজ
হৃদয়ে কঠিন বাজে।
আর ত জীবনে হবেনাকো দেখা,
হেরিবনা আর সে হাসির রেখা,
না জানিব কোথা থাকিবে কেমন—
ভাবিতে শিহরে প্রাণ।
বীণার ঝঙ্কার নিঝুম এবার
আলোক বিবর্ণ, ঘিরিল আঁধার,
লীলা কলরব নিস্তব্ধ, নীরব,
থামিল বিহগ তান।
উঠিল তুফান জীবন-সায়রে,
ঘাত প্রতিঘাত লহরে লহরে,
উন্মাদ নিঃশ্বাস ধ্বনিছে ব্যাকুল
বঁধূয়া যায়গো চলি ;

বিচ্ছেদ অপেক্ষা বিদায় ভীষণ,—
মরমের যত বেদনা গোপন
অশ্রুর উচ্ছ্বাসে বাহিরয়ে আসি,
সকল সান্ত্বনা দলি !

আবাহন

সবুজ মোহন প্রকৃত-রাণী ফুলের আভায় উজল আজি ;
শোভন আকাশ স্নিগ্ধ বাতাস মঞ্জুল হেথায় কুসুম-রাজী ;
সুবাস-আকুল ভ্রমরকুল ঝঙ্কারে অই মধুর-স্বরে ;
দোয়েল পাপিয়া পঞ্চম তানে রসালকুঞ্জ মুখর করে ;
আজি এ বসন্তে অর্চ্চিতে বাণী সেজেছে প্রকৃতি মোহন বেশে ;
সার্থক করুক লেখনী মম বীণাপাণির আশীষ এসে !

অনুভূতি

আমার হৃদয়-বীণার তারে
তোমার সুরগো উঠ্‌ছে বাজি ;
আমার আন্ধার পরাণখানি
আলোকে তোমার রয়েছে রাজি !

অজানা কোন্ বান্ধনে প্রিয়া,
বাঁধা আছে হিয়ায় হিয়া—
তড়িৎ খেলে তাইগো প্রিয়া,
অদেখা কোন্ পরশে আজি !
কোন অলক্ষ্য বিধির বশে
এসেছি এই সুদূর দেশে
তবু এ তপ্ত প্রাণের পাশে,
আছগো বধূ, তুমি বিরাজি !

মিলন-রাত্রি

কত না মধুর ওগো প্রিয়তমে, সেই মধুময় রাতি—
নবীন অতিথি এলে গেহে মোর সাথে মধুরিমা ভাতি !
কঠিন আমার পরাণখানিরে পরশে কোমল করি,
কত না আবেগে নিয়েছিলে টেনে পুলকে হিয়াটি ভরি !
মঞ্জুল আনন, সপ্রীতি কটাক্ষ, মানস মোহিনী হাসি,—
লিপ্সা জাগায়—হেরি শুধু তোমা, মনোপ্রাণে ভালবাসি !
নীহার-কোমল অলকা-উজল তোমার মধুর ভাতি ;—
কেমনে পাবগো সেই মিলনের আবেশ মোহন রাতি !

ভাদ্র-পূর্ণিমা

অনেক দিনের পরে আমার লুকানো মাণিক পাওয়া,
বাদল-মলিন আকাশ গায় কুমুদনাথের চাওয়া !

ধৌত কমল কেয়ার গন্ধে
মত্ত সমীর বয় আনন্দে,
ব্যথিত মরমে সোহাগে দানে শীতল শান্তির হাওয়া !

অলকা-উজল নীলিমা-বক্ষে
চমকে জ্যোতিষ্ক তারকা ঋক্ষে
সরসে পুলকে কুমুদ কমল সার্‌ছে সান্ধ্য নাওয়া !

আবেগে তটিনী নাচে ধীরে ধীরে,
ভাসিয়ে জোছ্‌না বুকের নীরে,
হিমদ্যুতি-প্রেমে হাবুডুবু খায়, ভুল্‌ল সাগর যাওয়া !

প্রকৃতি-সবুজ-আসন পরে
নাচ্‌ছে অলকা সোহাগ ভরে,
নিরখি' নয়ন মাধুরীমুগ্ধ, অশেষ আমার চাওয়া !

স্বপ্ন-স্মৃতি

স্বপনের মাঝে হেরেছিনু তারে স্বপনের মাঝে হারানু তায়,
ক্ষণিকের দেখা ক্ষণে ক্ষণে আসি বহায় হৃদয়ে শান্তির বায় !
সেই ক্ষণিকের মধুর স্পর্শ
স্মরণে হৃদয়ে উদিছে হর্ষ—
হৃদয়-ব্যথার বীণার তারে বাজিয়ে উঠে স্মৃতির গান,
বিজলী-চমকে মূরতি তার পুলক দানে আলোকি প্রাণ !
শিরায় শিরায় আমার দেহে,
তাহার স্মৃতি-তড়িৎ বহে,
তাহার লালিম অধর ভরি সেই যে ক্ষণিক পুলক হাসি—
আমার হৃদয়-মরুর বক্ষে ফুটায় শান্তির প্রসূন-রাশি !

উদ্বোধন

হে আমার প্রিয় প্রাণের ঠাকুর,
জাগো আজি মম অন্তর-গেহে ;
মঙ্গল শঙ্খের নিনাদে আজিকে,
মোহের কলুষ নাহিক দেহে !

উজল করহে আঁধার যত,
ভুলাও আমার বেদনা শত,
আনন্দ-ফোয়ারা হৃদয়ে উন্মুক্ত
আগমনে তব আজিকে সাঁঝে !

দোয়েল, পাপিয়া, ভ্রমর তান
করুক উন্মাদ আমার প্রাণ—
পরশে তোমার মর্ম্মকুঞ্জে মম
সমাধুর্য্য মধু মোহন রাজে !

তোমার মঙ্গল মধুর স্পর্শে,
দোদুল মরম পুলক হর্ষে,—
তোমার গরিমা-মহিমা-মাধুরী
সার্থক করুক আমার কাজে ;
হে আমার প্রিয় অন্তর-দেবতা,
জাগো আজি মম হৃদয় মাঝে !

কাল বৈশাখী

দিবসের খেলা শেষ বিলুপ্ত আলোক-রেশ
তামসী অঞ্চল ছায়ে আবরে অবনী ;
আকাশের স্তরে স্তরে কালো মেঘ থরে থরে ;
গগনে গরজে গুরু প্রলয়ের ধ্বনি !

প্রভঞ্জন মত্ত ছোটে বৃক্ষশির ভূমি লোটে
বিজলী কটাক্ষ হানি শিহরে পরাণ ;
কড়্‌কড়্‌ গরজন বজ্রপাত অগণন,
নিনাদে ভৈরব যেন প্রলয়-বিষাণ।

চূরমার, চূরমার শিলাখণ্ড অনিবার
নিক্ষিপ্ত বিমান হ'তে মর্ত্ত্যলোক পানে ;
অঝোর ঝরিছে বৃষ্টি লোপ বুঝি হয় সৃষ্টি,
নিদাঘের চণ্ডলীলা কাঁপায় ভুবনে !—

কোথায় ভীষণ লীলা মেঘ বৃষ্টি বজ্রশিলা ?
নিমেষে সকলি শেষ পূর্ণ বিবর্ত্তন ;
আবার হাসির খেলা আকাশে নক্ষত্র মেলা,
মঞ্জুল প্রকৃতি-দৃশ্য, পুলকিত মন।

সংসার সিন্ধুর বুকে অবিরত সুখ দুখে
ঘুরিয়ে নিয়তি-চক্র মানবে দোলায় ;
আজ যেথা অশ্রুরাশি কা'ল সেথা মঞ্জুহাসি
মানব, রহিও স্থির সকল দশায়

আশাপথে

এস এস মম হৃদয়-মন্দিরে প্রাণের দেবতা মোর,
তোমার তরুণ-অরুণ-আভায় কাটিয়ে মানস ঘোর !

বড় আশা বুকে আছি প্রতীক্ষায় নিরালা নীরবে একা,
জীবনে হউক মরণে হউক মিলিবে তোমার দেখা !

নীলাম্বুর নীল লহরী আসিয়া আনন্দে সৈকত স্পর্শে—
এলে বুঝি নাথ, নেচে উঠে প্রাণ, কি এক অজানা হর্ষে !

নিদাঘ-নিশায় পাপিয়া দোয়েল করুণ মধুর তানে,
আসিবে হে প্রিয়, বলি যায় মোরে, আমারি ব্যাকুল প্রাণে !

আষাঢ়-আকাশে শুনিয়া মেঘের মঙ্গল শাঁখের ধ্বনি,
চপলা চমকে হেরিতে তোমায় উতলা অন্তরখানি !

উদাস পরাণে রহিগো চাহিয়া শরতে শ্যামল ক্ষেতে,
শ্যামলতা মাঝে দেখা যদি মিলে শ্যামল শ্যামেরি সাথে !

বসন্ত-প্রফুল্ল প্রসূন কাননে বিভোল রহিগো চাহি,
আসে বুঝি মোর প্রাণের ঠাকুর মলয় জ্যোৎস্না বাহি !

গিরি তোয়নিধি আকাশ বাতাস গ্রহ তারা খোঁজ করি,
বাহির করিব প্রাণের ঠাকুর জীবনে না হ'লে মরি !

দুঃখ-বরণ

এস হে দুঃখ, এস হে দৈন্য,
বরিয়া নিবগো আমার গেহে ;
দূরে যাও সুখ, চাহি না তোমারে
আলস্য-অসার করিতে দেহে।

মরমে মরমে জেনেছি এবার,
দুখদৈন্য শ্রেষ্ঠ দান বিধাতার,
দুঃখ দৈন্যের মণ্ডল ব্যাপি
মানুষ হবার হাওয়া বহে !

সুখের উথলে ফুলিয়া উঠি
অহঙ্কারে স্পর্শ করি না মাটী,
এবার সত্য চিনেছি খাঁটি
দুঃখ দৈন্য মানুষ সহে !

হিমালয়

হে বিরাট্ চিরস্থির, হে মহাতাপস,
কত যুগ ধরি হেন তপস্যা-নিরত
সিন্ধুবক্ষে রাখি তব চরণ যুগল,
ঊর্দ্ধে মহাব্যোমে শির করিয়া উন্নত ?

বক্ষে সদা মেঘ-ক্রীড়া, দামিনী-চমক,
লাজে বজ্র বক্ষে তব লুকায় বদন —
বহে তব অন্তরেতে আগ্নেয় প্রবাহ,
দেহে তব সর্ব্বক্ষণ দাবাগ্নি-দহন—
তবু তুমি মগ্ন আছ আপন-সাধনে,
ধনজ্ঞান প্রতিপত্তি এত যে তোমার—
তথাপি শৈথিল্য নাহি কর্ত্তব্য পালনে,
হে বীর, মহান্ তুমি চির-নির্ব্বিকার !
স্রোতস্বিনী-ক্ষীরধারা রূপে বিতরিয়া
অনাদি সময় হ'তে হৃদয়-শোণিতে,
হে চির দধীচি দাতা, চাহিতেছ তুমি,
তাপক্লিষ্টা বসুধার পিপাসা মিটাতে।
আদর্শ সাধক তুমি, তোমার আশ্রয়ে
তপস্বী তপস্যাব্রতে তাই সদা রত।
তোমার চরিত্র পাঠে প্রস্ফুটিত জ্ঞান,
তোমার আশীষে ব্রত সাফল্য-মণ্ডিত।
হে মানব, হের অই সৃষ্টির আদর্শ
জগতের শিক্ষাগুরু, সাধনার ধন ;—
হৃদয়ের ঝঞ্ঝা সব হবে প্রশমিত
কল্পনার কল্পতরু ভাবনা-নির্ব্বাণ !

ভালবাসার কেন

ভালবাসো কেন—তার করোনা সন্ধান,
অলক্ষ্যে কারণ হানে বিচ্ছেদের বাণ !

কমনীয়া কান্তি, কুরঙ্গ-কটাক্ষ,
কপোল-সুষমা, সমুন্নত বক্ষ,
বীণাকণ্ঠ—মরমের তরুণিমা সব
কালের ভৈরব বীর্য্যে মানে পরাভব !

কারণে প্রকাশ যে প্রেম-আসক্তি,
কারণ অভাবে লভে তাহা সুপ্তি,
কারণের বৈমনস্য রহিলে প্রণয়ে,
পরিণতি হবে তার বিচ্ছেদ-বিলয়ে !

জীবনের প্রতি

জীবন, তুমি কি মম নারিনু বুঝিতে,
জানি মাত্র হবে কভু বিচ্ছেদ-দহন !
কেমনে কোথায় কবে মিশেছিনু দোঁহে—
এ রহস্য পাশে মোর, সুচির গোপন।

কাটিয়েছি বহুদিন একসাথে, সখি,
সুখদুঃখ হাসিকান্না, আলোক-আঁধারে—
কঠিন বাজিবে বুকে বিচ্ছেদ আঘাত,
দীর্ঘশ্বাস সাথে অশ্রু ঝরিবে অঝোরে !

বিদায়ের ক্ষণ সখি রাখিও গোপন,
অকস্মাৎ যেও চলি অজানা আমার ;
অনুরোধ মাগিওনা বিদায় কখনো,
যেও মম সুখহাসি আলোক মাঝার !

খেয়াঘাটে

আজ্‌কে এমন মেঘলা দিনে
বিজন মাঠের মাঝারে,-
সম্বল-বিহীন দাঁড়িয়ে একা
নিথর ভাবের পাথারে।

মহানদী অই প্রলয়ের সুরে
নাবিক-আদেশ ঘোষণা করে,
কড়ি বিনা আজ নাহিক পার
এমন বাদ্‌লা সাঁঝেরে !

হায়, হায়, হায়, দিনটী ভরিয়া
বেড়িয়েছি শুধু বেকার ঘুরিয়া ;
যেথা ব্যাঘ্র-ভয়, সেথা রাত্রি হয়—
কেন বা ঘুরিছি আঁধারে !

রহিবে না মাঝি, এ দশা বেকার,
দয়া করে আজি কর মোরে পার,
দাসত্বের আশে ফিরি দেশে দেশে,
দেখাও করুণা ঘৃণ্যরে !

সন্ধ্যা-মালতী

ফাগুন-স্নিগ্ধ মলয় বায়ে
কুঞ্জলতার আঁচল ছায়ে,
ফাগমাখা ঐ রঙ্গিন ঠোঁটে
কাহার হাসি উঠ্‌ছে ফুটে ?

ম্লানদিনের শেষ মাধুরী,
দীপ্ত তোমার আনন ভরি,
চাহনি তব পিরীতি-মাখা
মিলন-রেখা ললাটে আঁকা !

সন্ধ্যা-তারার মিলন-আশে,
দৃষ্টি তোমার নীল আকাশে,
প্রেমের রাগে রঙ্গিন ছবি—
লুকায় লাজে রক্তিম রবি !

কমনীয়ার কুন্তল পরে,
ফুল শয্যায় বাসর-ঘরে,
বিকাশ তব মাধুরী-রাশি,
দীপ্ত উজ্জল তোমার হাসি !

নিশাদিবস মিলন-ক্ষণে
তোমারে পাই কুসুম বনে,
ধন্য তোমার প্রেমের ভাতি,
প্রেমের ছবি সাঁঝ-মালতী !

সন্ধ্যাতারা

নীলিমার বুকে উজল রতন, ক্লান্ত দিবসের বিদায়-সখা
রুদ্ধ স্বর্গ-দ্বারে বিলম্বিছ কেন, হে প্রিয় তারকা, দাওনা দেখা !

দোদুল, মোহন, সুষমা চমকি গোধূলির স্নেহ-অশ্রুর পরে,
আশু ফিরি যাও কোন্ আকর্ষণে গোলাপ-মঞ্জুল কাহার ঘরে ?

সন্ধ্যাতারা, তুমি করুণা-কোমল, শান্তি-সুখ-প্রেম তোমার সাথী,
বল, কোন্ মুগ্ধ উজল জ্যোতিষ্ক উজলিছে তব মোহন ভাতি !

প্রণয়ের স্নিগ্ধ আত্ম-বিজয়িনী-সম্মোহন-শক্তি-প্রভাবে যবে
মুগ্ধ হৃদয়ের অপার্থিব ভাব—রাগশ্বাসে তব উদয় তবে !

শান্তিপুণ্যমূর্ত্তি তারকা-প্রধান, দিবাশেষে রোজ দাওগো দেখা,—
প্রিয়া-সাথে বসি দেখিতাম তোমা, আজকে হেথায় রয়েছি একা !—

যাওগো তারকা মম স্মৃতি বহি সন্ধ্যার আকুল-নিঃশ্বাস বাহি,
প্রিয়া মম যেথা আকুল-পরাণে আকাশের পানে রয়েছে চাহি !

মাতৃপূজা

(হিতবাদী, শারদীয়া-সংখ্যা, ৩০শে আশ্বিন, ১৩৪৩)

পূজিলে কি শুধু মাটীর প্রতিমা বাঙ্গালী লভিবে মুক্তি ?
আজি কর্ম্ম-জ্ঞানে করহ সাধনা, তবে মা আসিবে শক্তি ।

অশিব-নাশিনী, অসুর-দলনী বঙ্গেতে আসে না আর,
তাই বঙ্গময় শুনি হাহাকার, নাহি কোন প্রতীকার ।

আসে না কো হেথা বিঘ্ন-বিনাশন জ্ঞানী, ধীর, গজানন,
তাই বাঙ্গালায় মায়ের পূজায় হেরি বাধা অগণন ।

নব-পত্র-ঘেরা চঞ্চলা কমলা বঙ্গেতে আসিলে আজ,
ঘুচিত দুর্ভিক্ষ বেকার-সমস্যা, মিলিত আহার, কাজ।

ফণী ফণা তুলি আসে নি হেথায় নির্ব্বিষ বাঙ্গালাবাসী,—
এক মুঠা আশে নির্ব্বিকার সহে পদাঘাত রাশি রাশি !

এলে পশুরাজ, নারিত কখনো পাশব লালসে সুখে,
অজবৃত্তি নর ভ্রমিতে দাপটে বাঙ্গালা মায়ের বুকে।

অজ্ঞান-নাশিনী বাণী আসে নি কো, অবিদ্যা এসেছে বঙ্গে—
কেরাণীর দীক্ষা, দাসত্বের শিক্ষা, কলুষ-সাহিত্য সঙ্গে।

শৌর্য্যবীর্য্যশালী কার্ত্তিকেয় কোথা, হেথায় আসে না বীর,
তাই বঙ্গবাসী আত্ম-অচেতন, ব্যভিচারী উচ্চ-শির।

দেবতার চেয়ে উচ্চতর হেরি অসুর-আসন বঙ্গে,
শক্তি, শান্তি জ্ঞান গেছে বঙ্গ ছাড়ি ধর্ম্মকর্ম্ম নিয়ে সঙ্গে।

হে বাঙ্গালী, আজ মায়ের পূজায় নাহি তব অধিকার,
সতী অপমানে সতী আদ্যাশক্তি বঙ্গেতে আসে না আর।

কর্ণের সান্ত্বনা

দেবতা আর ক্ষত্রিয়াণীর পুত্র হ'লেও বটে,
'সূতের সুত' ঘোর দুর্ণাম ভুবন ভ'রে রটে!
'স্নেহ-কোমল মায়ের প্রাণ'—জীবজগতে বলে,
মাতা আমায় জনম মাত্র দেন ভাসিয়ে জলে!
উদাস ঘুরে অচিন্ পথে অন্ধকারের ভিতে,
দেখ্‌তে আলো জনমে সাধ ভাগ্যহতের চিতে!
বীর ব্রাহ্মণ গুরুর গেহে সেবায় রত থেকে,
অস্ত্রশস্ত্রের বিদ্যায় পটু জাতি গোপন রেখে;
দুর্ভাগ্য মোর সঙ্গের সাথী,—হঠাৎ একদিন
উরুতে মোর মাথাটী রেখে শিক্ষক নিদ্রালীন;
কাট্‌ল কীট আমার উরু, বইল রক্ত-ধারা,—
গুরুর সুপ্তি-ভঙ্গের ভয়ে সইনু আত্মহারা!—
সহিষ্ণুতায় মিল্‌ল ভাগ্যে গুরুর অভিশাপ,
শিক্ষার ফল ব্যর্থ আমার, দারুণ মনস্তাপ!
নিয়তি-চক্র-পেষণ-পিষ্ট, ব্যথায় দগ্ধ মনে,
আগত হনু এ হস্তিনায় লক্ষ্মীর অন্বেষণে;
রাজসভাতে অপমানিত—'রাজার পুত্র নহি',—
প্লাবিত হল নয়ন গণ্ড ব্যথার অশ্রু বহি;

দরদী হয়ে গান্ধারী-সুত বক্ষে আমায় নিয়ে
দিল আমায় রাজসম্মান অঙ্গের রাজ্য দিয়ে।
কৃতজ্ঞতায় উপকারীর সহায় হনু সমরে,—
তাতেও 'কর্ণ ধর্ম্মের অরি' বল্‌ছে নরে অমরে!
সহোদরের শায়ক-লক্ষ্য আমার ব্যর্থ প্রাণ,
ধর্ম্মের হেতু চাই না কি গো আমার অবসান!
কবচ আর কুণ্ডলে মোর হত জীবন-রক্ষা,—
মানব-পূজ্য দেবতা ছলে নিল তাহাও ভিক্ষা!
করাত ধ'রে আত্মজ-শির কেটে আপন হাতে,
করেছি তৃপ্ত দেব-অতিথি,—প্রাণ কাঁপে নি তাতে।
গাঙ্গেয় দ্রোণ, শল্য কি কৃপ—সবাই আমার পানে
কাজে অকাজে মরম-ভেদী বিদ্রূপ-বাণ হানে!
সর্ব্বংসহা বসুন্ধরাও আমার প্রতি বক্র,
চাহে লোলুপ, গিল্‌বে না কি আমার রথচক্র!—
পিছন ফিরে যতই দেখি, সকল অন্ধকার,
অজানা মোর জীবন-ধারা মরণ-নদী-পার!
কৃষ্ণের সখা আশিষ্‌-পুষ্ট, ভাগ্য-দুলাল পার্থ
আজ সমরে হবেন জয়ী লভি গৌরব অর্থ!
মর্‌বে কর্ণ আশিষ্‌হীন ভাগ্যলাঞ্ছিত ভবে,
অটল বাক্য, পুরুষকার সঙ্গের সাথী রবে!
মানব-ধর্ম্ম পালন করি — হোক্ না তাহা ভুল,
হউক রুদ্ধ স্বর্গের দ্বার, দেবতা প্রতিকূল!

দিনের বেলা আকাশে চাঁদ যেমন ক্ষীণ রহে,
গিরির গায়ে সলিল-ধারা যেমন ক্ষীণ বহে,
মেঘের কোলে যেমন হাসে ক্ষীণ রজত-রেখা,
মানব-প্রাণে কর্ণের স্মৃতি রহুক ক্ষীণ লেখা !—
আঁধারময় জীবনে মোর পাইনি যশঃ মান ;—
সান্ত্বনা আজ,—ধর্ম্মের হেতু আমার অবসান !

মেনকা

হে মেনকে, স্বর্গ-বারাঙ্গনা. সুচির-যৌবনা, রূপসী ;
কত যুগ মহাকালগত তবু তুমি ফুল্ল ষোড়শী !
ক্ষণিকের যৌবন-গরবে, সামান্য রূপের আলোকে,
মর্ত্ত্য-নারী ভ্রমে গরবিণী, যেন তুল্যা নাহি ত্রিলোকে ;
কিন্তু হায়, আবির্ভাব তব যে দিন নন্দন কাননে,
সাজে নাকো রমণীর আর গরবের হাসি আননে।
মাতা তুমি ভরত-কুলের, তোমা হতে ভারতবর্ষ !
তোমা হ'তে কবি কালিদাস কাব্যে তার দানিল হর্ষ !
ব্যর্থ যেথা দেব-বাহু-বল, বৃত্রহন্তা যেথায় ভীত—
জয়ী তুমি, কটাক্ষ-সায়কে মোহিলে সে ঋষির চিত !

আকর্ষিল কৌশিকী নদীরে যে তপস্বী তপের বলে,
আকর্ষিয়া ডুবালে তাহায় অতল ও রূপধি-তলে !
তিলোত্তমা, ঘৃতাচী, উর্ব্বশী নগণ্যা তোমার তুলনে,
বিশ্বাবসু-হৃদয়হারিণী শ্রেষ্ঠা বারাঙ্গণা ভুবনে !

হেমন্ত

বরষ ভরি' ব্যাকুল আছি পথটি তোর চাহি',
শরৎ গেল, আয় হেমন্ত হিমানী-ধারা বাহি' !
শীত শরতের মিলন-ছলে,
ধবল-হলুদ শিউলি-দলে
আঁগণতলে আসন পাতা,—আয়, হেমন্ত আয় ;
চাইছি তোরে,—মুক্তা যেমন স্বাতীর দেখা চায় !

দীঘির জলে মরালকুল খেল্‌ছে বিদায়-খেলা,
কমল-পুরে ভাঙ্গলো আজ ভোম্‌রাগুলোর মেলা !
পাকা ধান আর সর্‌ষে ফুলে
সোণালী মাঠ ঐ উঠ্‌ছে দুলে,
চাষীর দল ছুট্‌ছে ক্ষেতে, কাস্তে তাদের হাতে,—
আয় হেমন্ত, ডাক্‌ছি তোরে আজ নতুন ভাতে !

আঁধার-আলো-মিলন মাখা বসনখানি পরি',
আয় হেমন্ত, শোভায় তোর চাঁদের সুধা হরি' !
কমলা নেবুর সুবাস গায়
বয় পাহাড়ের শীতল বায় ;
আয় হেমন্ত,—লক্ষ্মীর মত ঝাঁপিটি হাতে করি',
অভাব-শীর্ণ চাষীর গোলা ধান কলা'য়ে ভরি' !

মিলন-তত্ত্ব

নিরঝর মিলে তটিনী-প্রাণে,
ধায় স্রোতস্বিনী সাগর-পানে,
স্বরগের বায় আপনা হারায়
আবেগ-স্নাত আকুল শ্বাসে।

অমরার বিধি মিলন-মধু,
একেলা জীবন না হেরি, বঁধু,
প্রাণ মম তবে কেন না মিলিবে
তোমার প্রাণে প্রেমের ফাঁসে ?

গিরির শিখর চুম্বন-স্পর্শে
ভুঞ্জে নীলিমায় পুলক-হর্ষে ;
কুসুমে কুসুম, লহর লহরে
টানিছে বুকে আবেগ-টানে।

ধরণীর কোলে অরুণ-খেলা,
তোয়ধি উরসে জ্যোৎস্না-মেলা—
বিফল এ সব,—যদি মোরে, বঁধু,
অধর চুমি' না লও প্রাণে।

(লর্ড বায়রণ)

মধু-কাল

বৈনতেয়ের ক্ষুধার মত ভোগের তৃষ্ণা-আগুনে
জ্বালিয়ে প্রাণ মাধব এল রূপের হাটে ফাগুনে।
স্মরশাসন সাধনাসিদ্ধ,—নাইকো দহন-ভয়,
আজি মধুর ভোগের রাজ্য,—কুসুম-ধনুর জয় !
যৌবন-ফোটা বরাঙ্গনার পদ-মঞ্জীর-পরশে
রাঙিল অই অশোকবন প্রাণের পূর্ণ হরষে !
শ্রীপঞ্চমীর অযুত লক্ষ চাঁদ পলাশ-কাননে
দোলোৎসবে নাচে দোদুল আবির-মাখা আননে !

রক্তজবার আধেক-ফোটা মুকুল ব্যাকুল চায়—
কর্‌রে পূত কুসুম-জন্ম জগৎ মাতার পায় !
হাসনাহানা, ইন্দ্রকমল, টগর, গোলাপ, বেলা,
যূঁই, চামেলী গন্ধ বিকায়, মিলায় রূপের মেলা।
ভোর না হ'তে বকুল-তলে যতেক পল্লী-কিশোরী,
দূর্ব্বার দলে ঝরা বকুল নেয়গো আঁচল ভরি' !
তাদের ছায়া সরোবরের অমল নীলিম জলে
বিকচ করে মন্দাকিনীর মঞ্জু কনক কমলে।
কৃষ্ণচূড়ার শাখায় উড়ে লোহিত নিশানখানি,
শিরীষ-শাখে দোদুল দোলে মনোজ-মনোজরাণী।
কৃষ্ণকলির ডালিম-ফাটা মোহন হাসির মাঝে
দিবস-নিশা মিলন হ'ল কাকলী-মুখর সাঁঝে !—
মীনকেতুর আদেশ বেজে উঠ্‌ল কোকিল-তানে
মানিনীরও মান ভাঙিল, ছুট্‌ল প্রিয়ের পানে।
রসাল-কুঞ্জে প্রিয়ার সাথে মিলন-বিভোর অলি,
করেণু দেয় করীর মুখে দীঘির সলিল তুলি ;
লতা-বধূর কুসুম-হাসি প্রবাল-অধর পরে,
স্পর্শে অধর প্রেমিক তরু কতই সোহাগ ভরে !
মধুর রাজ্য ভোগের রাজ্য মিলন-ধ্বজার তলে,
ভোগহীনের ভাস্‌ছে গণ্ড ব্যথার নয়ন জলে !—

বিরহিণীর পঞ্চসায়ক বিদ্ধ বুকের নিঃশ্বাসে—
বইছে দীর্ঘ মলয় অই স্বর্গ ভূতল আকাশে।
ব্যথার রেখা আঁকিয়া তটে যৌবন-হীনা তটিনী—
বিরহ-দগ্ধ সীতার মত আজি পাতাল-গামিনী!
মদন-সখ মাধব ওগো, তোমার শাসন-দাপে—
হা'র মেনেছে দেবতা-ঋষি, মানব দানব কাঁপে!

প্রকৃতি-বিকাশ

অয়ি মম প্রকৃতি রূপসী,
কাল-বৈশাখীর অসিত বাদল
তোমার কৃষ্ণ কুন্তল রাশি,—
সুবাস-স্নিগ্ধ মলয় বায়
বিভোর প্রাণে উড়ায় তায়;
ক্ষণিকা-চমকে চমকে উজল
তোমার বিশ্ব-মোহন হাসি!

অয়ি মম কল্পনা-সুন্দরি,
মন্দাকিনী-পূত হেম অরবিন্দ
হসিত তব আনন ভরি' ;
উষার ভানু, পূর্ণিমা-ইন্দু—
ললাটে তব সিঁদূর-বিন্দু ;
মাধবের ফুল্ল প্রসূন-বিতানে
বিকাশ তব হৃদয়-হারী !

অয়ি কবি-মানস-মোহিনি,
কুরঙ্গ-নয়নে চাহনি তোমার,
সুরে তোমার রাগ রাগিণী ;
উরসে শোভে তারকা-হার,
মরাল করে পদে বিহার,
শারদ-সমীর সোহাগে দোলায়
শ্যামল তব অঞ্চলখানি !

অয়ি মম মর্ম্ম-বিহারিণী,
নিরাবিল তব প্রেমামৃত-ধারে
ভূধর-শিরে বয় তটিনী !
প্রাবৃট-স্নাত অলকা মাঝে
অন্তরভাব তোমার রাজে ;
ভাব-ভাষা-হীন গরীব এ কবি
বর্ণিতে তোমা' অক্ষম, রাণি !

নারীদলনে

(হিতবাদী, বিশারদ সংখ্যা, ২৬শে আষাঢ়, ১৩৪৩)

হে গায়ক, রুদ্রবীণা নিয়ে আজ করে,
উদ্দীপ্ত দীপক রাগে গাহি আজ গান,
জ্বালাময়ী মাতৃগানে তোল জাগাইয়া
অলস অসাড় যত বাঙ্গালীর প্রাণ।

হে যুবক, ভুলি যাও বিলাসের সুখ,
ভুলি যাও প্রেমগাথা, বিরহ-কাহিনী,—
সম্মুখে তোমার এবে কর্ত্তব্য মহান্,
অই শোন, অই শোন কর্ত্তব্যের বাণী।

হে জলদ, ভুলি যাও প্রাবৃট-ক্রন্দন—
জাগাও যুবকে বঙ্গে গভীর গর্জ্জনে,
নির্দ্দেশ করহ তুমি কর্ত্তব্যের পথ —
ঘন ঘন অতিঘন অশনি-বর্জ্জনে।

নারীর দলন আজি সারা বাঙ্গালায়,
ভীতাত্রস্তা রমণীর করুণ চীৎকার ;
রসাতলে যাও বঙ্গ, বাঙ্গালীর সহ,
কেমনে সহিছ তুমি হেন অত্যাচার ?

হে তান্ত্রিক, শাস্ত্রে তব পশু বলিদান,
কি ছার সে ছাগ-শিশু, কি ফল নিধনে ?
নররূপে ছাগ-বৃত্তি প্রকট যাহার,
কি বিধান শাস্ত্রে দেয় তাহার দলনে ?

অক্ষম অলস যুবা হেরিল যখন
আপন করেতে অসি লইল রমণী—
রঙ্গপুরে কান্দুরীর শক্তি-অভিনয়—
সতীত্ব রাখিল বধি দস্যুর পরাণী।

সমগ্র জগতে যবে জাগরণ সারা,
বঙ্গের যুবক কিগো নিস্তব্ধ রহিবে ?
আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থে মজিয়া থাকিয়া
মাতৃজাতি-অপমান নীরবে সহিবে ?

অপারগ হও যদি বঙ্গের যুবক
বঙ্গ-রমণীর আজ মর্য্যাদা-রক্ষণে—
বলে দাও শক্তিরূপী বঙ্গনারী সবে
প্রকাশিবে মহাশক্তি পাষণ্ড-দলনে।

দেখিবে, দেখিবে এই বাঙ্গালার বুকে
শত শত বীর-নারী শক্তি-অভিনয়ে
লজ্জা-মসী মাখি দিবে পুরুষের মুখে,—
দুর্ব্বল অলস যুবা হেরিবে বিস্ময়ে!

মাতৃত্ব, নারীত্ব যবে হয়েছে দলিত
তখনি ধরার পরে ভীষণ প্রলয়—
হে বাঙ্গালী, চিন্তা কর কিবা সাক্ষ্য দেয়
কুরুক্ষেত্র, লঙ্কাপুরী, পলাশী কি ট্রয় ?

সন্ধ্যাদেবী

আধো আধো ফোটা প্রসূন রাশির
হাসির রেখায় ফুটিয়া উঠি,
সরম জড়িতা কে তুমি গো দেবি,
বসুধার ক্রোড়ে পড়িলে লুটি ?
গ্রহ তারা ভাতি চমকে উরসে,
প্রদীপ্ত ললাটে পূর্ণিমা-ইন্দু !
খর্ব্বগর্ব্বভানু লাজে রক্ত-আস্য
ধীরে ধীরে অই পশিল সিন্ধু !
সরোবর-স্নাত সুবাসিত বায়ে
দোলে তব ধূম্র অঞ্চলখানি,
নীড়দ্বারে বসি বিহগ-বিহগী
ধ্বনিছে তোমার বন্দনা-বাণী ;

পুণ্যশীলা সব হিন্দুসীমন্তিনী
মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে,
কাঁসর, ঝঙ্কার, কম্বুর নিনাদে
বরিয়া তোমায় অর্চ্চনা করে !
মিলন-সাধিকা, সাধকের কাম্যা,
বিরহী-চাতক-জীমূত-নীর ;
অসীমের সীমা, ক্লান্ত দিন শেষে
ভক্তি নতি লহ পল্লী-কবির !

আমার জীবন-তরী

দুস্তর সংসার-পারাবারে বাহি আমার জীবন-তরী,
বিপর্য্যস্ত শুধু প্রতিকূল বায়ে ঘূর্ণাবর্ত্তে যাত্রা ভরি !
কতবার মোর প্রচেষ্টা-পাখীরে ছাড়িনু খুঁজিতে তীর,—
নিস্ফল বিহগ ফিরি বার বার মাস্তুলে বসিল স্থির !
দিগ্‌যন্ত্র মম হস্তচ্যুত আজি, ধ্রুবতারা মেঘ-লুপ্ত,
রাহু ভয়ে যেন তপন শশাঙ্ক জীমূত-আড়ালে গুপ্ত !
কভু বা হঠাৎ চমকি ক্ষণিকা আশার রেখাটি আঁকি,
মেঘ-নাদ-ভীত হয়ে অন্তর্হিত দেয়গো আমারে ফাঁকি !

সহায়-বিহীন কাঁদি সিন্ধূপরি জীর্ণ এ তরণী-বক্ষে,
বিজন কাননে অন্ধের মতন হারি' যষ্টি, যাত্রা-লক্ষ্যে !
চলেছে কত না সুদক্ষ নাবিক উল্লাসে তরণী বাহি',—
হাসিয়া কেবল উপেক্ষার হাসি অভাগা-আনন চাহি' !
কভু কোন যাত্রী ব্যর্থ এ নাবিক-হৃদয়ে কঠিন হানে,
কবচ-আলয়ে শচী পানে ক্ষিপ্ত উর্ব্বশী-বিদ্রূপ-বাণে !
আপন বিষাদে আপনি কেবল সহানুভূতির জলে
সিক্ত করি মোর নয়ন-কাজল লিখি গো মরম-তলে ঃ—
'উপেক্ষা সহিয়া প্রতীক্ষা করিব কারেও না করি ভীতি,
নিরমল হেম দহিলে অনলে জানিনু জগৎ-রীতি !
মহিষাসুরের অত্যাচারে যবে প্রপীড়িত বসুন্ধরা,—
হেরিল জগৎ জগৎ-জননী দশভুজা দুঃখ-হরা !
কাঁচা মাটী পানে ইটের বিদ্রূপ, ইহাও নূতন নহে ,
নারায়ণো কভু গণ্ডকী-কিনারে নিয়তি-লাঞ্ছনা সহে !
অভীষ্টের আশে করিব আমার হৃদি পূত বেদনায়,
অহল্যা পাঞ্চালী মতন সহিয়া অপমান লাঞ্ছনায় ;
বাহিয়া যাব গো জীবন-তরণী,—বহুক্ দুখের বায়—
জন্ম জন্মান্তর ভরিয়া বাহিব, যাব আমি কিনারায় !'

রাইদক্ষ বন

(রাই ডাক ফরেষ্ট, বক্সা ডিভিসন)

[দি বেঙ্গল ফরেষ্ট ম্যাগাজিন, জানুয়ারী, ১৯৩৭]

(১)

হিমালয়-সানুদেশে রাইদক্ষ বন—
স্বভাব-সৌন্দর্য্যময় শান্তি নিকেতন !
নৈসর্গিক শোভা তার
সকল সুষমা সার ;
বিশ্বকর্ম্মা-হাতে গড়া মন্দার-কানন—
কবির কাব্যের বস্তু, ঋষি-তপোবন !

(২)

ধবল বলাকা-বস্ত্রে আবরিয়া কায়—
শোভিছে অদূরে শুভ্র-শীর্ষ হিমালয়—
শিয়রে নীলিমা রাশি,
চরণে সবুজ হাসি,
কনক-কিরীট তার নিয়ত ঝলকে
বিজলী, শর্ব্বরীনাথ, ভানুর আলোকে !

(৩)

শাল, শিশু, চাপ, টুন, খদির, পারুল,
শিমূল, অশ্বত্থ, বট, শিরীষ, জারুল
যুগান্তের সাক্ষ্য সম
শোভে হোথা অনুপম,
ফুটিয়া চরণতলে কত বনফুল—
মাতাল সুবাসে তাব ষট্‌পদকুল !

(৪)

মুখরিত সে কান্তার বিহগ-কল্লোলে,
অহরহ আন্দোলিত সমীর-হিল্লোলে,—
মহোরগ-মণি-ভাতি
নিশায় জ্বালায় বাতি,
কুঞ্জর ভল্লুক-দ্বিপী প্রহরী তাহার,
করভ-কুরঙ্গ-শিখী ক্রীড়া-সহচর !

(৫)

বহে হোথা রাইদক্ষা উদ্দাম-স্বভাবা,
ব্রহ্মপুত্র-প্রিয়সখী, হর্য্যক্ষ আরাবা—
কভু ক্ষীণা স্রোতস্বিনী
কভু মত্তা প্রবাহিনী,
উদ্দাম উন্মত্ত ছোটে প্রিয়সখা পানে,
উন্মূলি বনানী-তরু বিরাট্ প্লাবনে !

(৬)

প্রকৃতির মুক্ত চিত্র, সজীব সুষমা,
নগর পল্লীতে এর মিলে না উপমা,
হেরিলে এ রূপ-হাসি
এমন মাধুরী-রাশি,
জ্ঞান হয়, কেন ঋষি ছাড়ি লোকালয়,
গভীর কানন মাঝে জীবন কাটায় !

(৭)

মনোরম বনভূমি-শোভা দরশনে
ভাব-মন্দাকিনী বহে মরমে গোপনে,—
বিধাতৃ-মহিমা ভরা
কবির কাব্যের ঝরা,
সাধক-সাধনা-ক্ষেত্র, পবিত্র কান্তার,
হেরিলে আকাঙ্ক্ষা জাগে হেরিতে আবার !

দুর্গোৎসব

কদম, কামিনী, কেয়ার বিদায়ে—
শিউলি, কুমুদ, কমলে,
ভরি' নেমে এলে সবুজ আঁচল,
শরৎ, আজি কি ভূতলে ?
অতসী আর অপরাজিতায়
সাজাও ডালি কাহার পূজায় ?
আসিছেন বুঝি মহাশক্তি আজি
বাঙ্গালীর ব্যথা নাশিতে—
বিদ্যাধনজ্ঞান শৌর্য্যত্যাগ অস্ত্রে
বঙ্গের অসুর শাসিতে !

গঙ্গাযমুনার যৌবনের স্রোতে
মরাল-তরণী ভাসিয়ে,
এলে কি শরৎ, বরষের পরে
নিরানন্দ সব নাশিয়ে ?
ডাহুক খঞ্জন হল্‌দে পাখী
বরিছে কাহারে আকাশ-আঁখি ?
আসিছেন বুঝি শঙ্করী শিবানী
বঙ্গের অশিব নাশিতে—
হিংসারে চাপি' চরণের তলে
ব্যাভিচারে আজ শাসিতে !

কাশকুসুমের চামর দোদুল
উত্তর-দক্ষিণ-বাতাসে,
তারকার দীপ উজলে মোহন
নিবিড় নীলিম আকাশে।
সবুজ বরণ ধানের ক্ষেতে
আসন কাহার দিয়েছে পেতে ?
সুমেরু-কুমেরু-বাহিনী উজল
আকাশ গঙ্গার লহরে—
আগমনী-গান আজিকে কাহার
ধ্বনিত পহরে পহরে ?

মহামায়া দুর্গা মহাশক্তি আজ—
বঙ্গের কল্যাণ সাধিতে,
আসিছেন বঙ্গে বরষের পরে
বাঙ্গালীর পূজা লভিতে !
বিদ্বেষের রেখা করিয়া লুপ্ত,
জাগাও পিরীতি অন্তর-সুপ্ত ;—
শিশুবৃদ্ধযুবা সকলের প্রাণে
উথলি' উঠিছে মমতা,—
আনন্দপূরিত সকলের হিয়া
প্রকাশি' স্বভাব-সমতা !

বলাহকদল ক্ষণে ক্ষণে যেন
ঈশান-বিষাণ নিনাদে,—
স্মরি' পূর্ব্বকথা, অন্তর্হিত স্মর
রতি-মধু-সহ বিষাদে !
মূষিক আজ অতি দুরন্ত—
অজ্ঞান-গোলার করিছে অন্ত ;
হুঙ্কারে ময়ূর ভুলি' কেকাধ্বনি,
পেচক ঠোকরে অভাবে ;
অবিদ্যা-আননে হানিছে মরাল
ভুলিয়া আপন স্বভাবে !

পশুও আজিকে অসুর-শাসনে
নামিছে ভীষণ সমরে,
ফোঁস ফোঁস করি' আস্ফালিছে অহি
দলিতে আজ অত্যাচারে !
অন্নপূর্ণা আজ দনুজ-দলনী,
মহামায়া আজ কৃপাণ-ধারিণী,—
বিদ্যা ধনজ্ঞান শৌর্য্য ত্যাগাদর্শে,
বাঙ্গালী গড়িয়া আপনা—
মহাশক্তি মা'র সন্তান করহ
মায়ের প্রকৃত সাধনা !

সমাপ্ত